দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 DEC 1996
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাশ হয় না

আমরা খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত একটানা প্রবল বর্ষণে আমাদের এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আমারে উপজেলা সংলগ্ন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল ডাকাতিয়া এখনও ৬/৭ ফুট পানির নীচে রয়েছে। বিল সংলগ্ন প্রায় ২৫টি গ্রাম কমবেশী জলমগ্ন রয়েছে। স্লুইস গেটগুলো অকেজো থাকার কারণে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে না। ফলে আমরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছি।

পাশাপাশি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে আজ অবধি বন্ধ রয়েছে। বেশ কিছু স্কুল-মাদ্রাসা এখনও পানির নীচে রয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বহারা আশ্রয়হীন মানুষ মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছে। ক্লাশ বন্ধ থাকা ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা ও এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। আর কিছুদিন এ অবস্থা চলতে থাকলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাবর্ষ ও শিক্ষাক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অথচ মানবিক কারণে আশ্রিত মানুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নামিয়ে দেয়াও সম্ভব নয়।

রঘুনাথপুর ইউনিয়নে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে সেগুলো হলো: শাহ্পুর হাইস্কুল, শাহ্পুর গার্লস হাইস্কুল, রঘুনাথপুর হাইস্কুল, কৃষ্ণনগর হাইস্কুল, থুকড়া হাইস্কুল, থুকড়া গার্লস হাইস্কুল, অন্দুলিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, থুকড়া আলিয়া মাদ্রাসা, দেঢ়ণলী প্রাইমারী মাদ্রাসা, থুকড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা, কোমরাইল প্রাইমারী মাদ্রাসা, শাহপুর প্রাইমারী স্কুল, শাহ্পুর গার্লস প্রাইমারী স্কুল, শাহপুর বাদামতলা প্রাইমারী স্কুল, থুকড়া প্রাইমারী স্কুল, দেলভিটা প্রাইমারী স্কুল, আন্দুলিয়া প্রাইমারী স্কুল, দেঢ়ণলী ডিকে প্রাইমারী স্কুল, দেঢ়ুলী প্রাইমারী স্কুল, কৃষ্ণনগর প্রাইমারী স্কুল, গজেন্দ্রপুর প্রাইমারী স্কুল, রঘুনাথপুর প্রাইমারী স্কুল, কোমরাইল প্রাইমারী স্কুল ও শাহ্পুর মধুগ্রাম কলেজ।

ধামালিয়া ইউনিয়নে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে সেগুলো হলো: চেচুড়ী হাইস্কুল, বরুণা হাই স্কুল, উল্কা জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, বরুণা বাজার প্রাইমারী স্কুল , বরুণা পশ্চিমপাড়া প্রাইমারী স্কুল, ধামালিয়া প্রাইমারী স্কুল, টুলনা প্রাইমারী স্কুল, কাটেঙ্গা প্রাইমারী স্কুল, চেচুড়ী প্রাইমারী স্কুল, মান্দরা প্রাইমারী স্কুল, দহকুলা প্রাইমারী স্কুল, টুলনা উত্তরপাড়া প্রাইমারী স্কুল ও বরুণা মাদ্রাসা।

রংপুর ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম যলুয়া পূর্ণচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রংপুর কালীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রংপুর কালীবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়. রংপুর মধ্যপাড়া গার্লস হাই স্কুল, নিমতলা প্রাইমারী স্কুল, রামকৃষ্ণপুর প্রাইমারী স্কুল, রামকৃষ্ণপুর পশ্চিমপাড়া প্রাইভেট স্কুল, কালীবাড়ী প্রাইমারী স্কুল, রংপুর মধ্যপাড়া প্রাইমারী স্কুল, ঘরামীপাড়া প্রাইমারী স্কুল ও বটবেড়া প্রাইমারী স্কুল।

উপরোক্ত ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরী ভিত্তিতে সংস্কারকৃত করে এবং বন্যার পানি সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রিত জনসাধারণকে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করে যথাশিগগির সম্ভব উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অর্জনের পথকে সুগম করা হোক।

—জাফর উল্লাহ খান জুয়েল